বাংলাদেশ সোসাইটি
– পূজা ও সংস্কৃতি
Bangladesh Society
for Puja & Culture Inc.
ABN: 45 046 931 292
Registration No. Y2452822
লহো মম পুষ্পাঞ্জলি
Working together for our Culture and Values
PO Box 1151, Ashfield NSW 1800, Australia
Website: http://www.bspc.org.au *Email*: prs_bspc@yahoo.com.au

President
Nirmal Paul
02 9863 2644

General Secretary
Nirmalya Talukder
02 9793 1307

Treasurer
Utpal Shaha
02 9666 8587

বাংলাদেশ সোসাইটি–পূজা ও সংস্কৃতি'র রবীন্দ্র–নজরুল–সুকান্ত জয়ন্তী উদ্‌যাপন

বি,এস,পি,সি রিপোর্টঃ অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও বাংলাদেশ সোসাইটি–পূজা ও সংস্কৃতি (বি,এস,পি,সি) কর্ত্তৃক ১৬ই মে যথাযথ মর্যাদায় 'রবীন্দ্র–নজরুল–সুকান্ত জয়ন্তী' উদ্‌যাপিত হয়। বাংলাদেশ সোসাইটির প্রবাসে সুস্থ্য সংস্কৃতি লালনে এই ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ এবছর বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই আয়োজনে এবছর অ্যাশফিল্ড পোলিশ ক্লাবে উপচে পড়া এপার বাংলা–ওপার বাংলার বাঙ্গালি শিল্পী ও দর্শকদের উপস্থিতি প্রমান করে সংস্কৃতির কোন ভৌগোলিক ও ধর্মীয় সীমারেখা নেই এবং রবীন্দ্র–নজরুল–সুকান্ত আমাদের সংস্কৃতির শিকড়েই প্রথিত।

এসকল অনুষ্ঠানে নতুন প্রজন্মের অন্তর্ভূক্তির কৌশল হিসেবে অনুষ্ঠানের প্রাথমিক পর্যায়ে শিশু–কিশোরদের উন্মুক্ত বক্তৃতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং শেষাংশে ছোটদের পরিবেশনায় কবিগুরু রবি ঠাকুরের লেখা হাসির নাটক "রোগের চিকিৎসা" দর্শকদের বিশেষ প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মিস্ তিথন পালের সাবলীল উপস্থাপনায় উন্মুক্ত বক্তৃতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সোসাইটির শিশু–কিশোর–কিশোরীদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহন ছিল একটি উল্লেখযোগ্য দিক। দশ বছর বা তার কম বয়সের শিশুদের জন্য আয়োজিত উন্মুক্ত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ঋত্তিক ভট্টাচার্য্য, অনন্যা চৌধুরী (জয়া), দেবলীনা চৌধুরী, এবং দিপ্র রায় চৌধুরী। অপর দিকে দশ বছর বা তার বেশী বয়সের কিশোর–কিশোরীদের জন্য আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিতর্ক বিষয়ের পক্ষে অংশ নেয় অন্তরা চৌধুরী ও মিষ্টি পাল এবং বিপক্ষে অংশ নেয় পৃথা বাড়ৈ ও অনন্যা ভট্টাচার্য্য। উন্মুক্ত বক্তৃতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা দু'টো পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেন ডঃ ভিনসেন্ট গোমস্।

কিশোর–কিশোরীদের দ্বারা অভিনিত নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীমতি শুভ্রা মিত্র। এতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে– পৃথা বাড়ৈ, রবিন কুন্ডু, সন্দীপ দাস, রিক সাহা ও অর্জুন সরকার। ক্ষুদে শিল্পীদের অনবদ্য অভিনয় দর্শকদের সর্বক্ষণ বিমোহিত করে রাখে এবং নাটকের পরিচালক ও অন্যান্য কলাকুশলীরা উপস্থিত সকলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন।

সিডনীস্থ বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দের পরিবেশিত রবীন্দ্র, নজরুল, সুকান্ত–এর রচিত গান, নাচ ও কবিতায় অনুষ্ঠানটি এক ভিন্নমাত্রা যোগ করে। সোসাইটির সদস্য শ্রী

নির্মল চক্রবর্ত্তী বাংলার তিন বরেণ্য কবিকে উৎসর্গ করে একটি আবহ সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সুচনা করেন। অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে গানে যারা অংশগ্রহন করেন তারা হলেন শিল্পী অমিয়া মতিন, সুমিতা দে, রিফাত ফাতেমা বিতা, শ্যামলী চৌধুরি, মনিকা বিশ্বাস, গাজী শওকত আলী এবং শহীদ মোহাম্মদ আশিক (সুজন)। এ সময় অনবদ্যভাবে তবলায় সংগত করেন অভিজিত বড়ুয়া ও জন্মেজয় রায়, মন্দিরায় সাজাহান বৈতালিক এবং বাঁশিতে ছিলেন গাজী শওকত আলী। গানের পাশাপাশি নৃত্যে অংশগ্রহন করেন শিল্পী মৌসুমি সাহা, মনিকা বিশ্বাস, এবং অজন্তা ভট্টাচার্য্য। এছাড়া ড. রতন লাল কুন্ডু এবং মিসেস কোকো সাহা দু'টি চমৎকার কবিতা আবৃত্তি দর্শকদের উপহার দেন।

অনুষ্ঠানে শ্রী ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য্যের পরিবেশিত শ্রুতিনাটক দর্শকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। বি,এস,পি,সি–র নিজস্ব শিল্পীদের পরিবেশনায় ৩টি গনসঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। গনসঙ্গীতে যারা অংশগ্রহন করেন তারা হলেন কল্পনা মজুমদার, শীলা বাড়ৈ, মধুমিতা সাহা, নন্দিতা তালুকদার, নীপা রায়, স্বপন সাহা রায়, নির্মল চক্রবর্ত্তী, নির্মল পাল, ও অমল চক্রবর্ত্তী। এ পর্বে তবলায় সহযোগিতা করেন শ্রী নির্মল চৌধুরী। সমগ্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিকে চমৎকার সাবলীল উপস্থাপনার মাধ্যমে দর্শকদের সার্বক্ষনিক ভাবে মাতিয়ে রাখতে সহায়তা করেন লুনা চৌধুরী এবং ঝুমুর দাস। সাংস্কৃতিক পর্বটি অত্যন্ত সফল ভাবে পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেন শ্রী ধ্রুব ভৌমিক।

নিউ সাউথ ওয়েল্স সরকারের মাননীয়া মন্ত্রী ভার্জিনিয়া জাজ এই সুন্দর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আমাদের সংস্কৃতি লালনে সরকারের আগ্রহ ও পুর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে নিউ সাউথ ওয়েল্স পার্লামেন্টের দেওয়ালী উদযাপন কমিটির চেয়ারপারসন শ্রী রাজ দত্ত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সবশেষে বাংলাদেশ সোসাইটি–র বর্তমান সভাপতি শ্রী নির্মল পাল উপস্হিত সকল সম্মানিত সদস্য–সদস্যা, শিল্পী, অতিথি বৃন্দ, সাংবাদিক, কলাকুশলী, এবং অনুষ্ঠানটিকে সফল করতে যারা সার্বক্ষনিক ভাবে সহায়তা করেছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

বাংলাদেশ সোসাইটি–পূজা ও সংস্কৃতি'র সুস্থ্য সংস্কৃতি লালনে এই ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে বিশেষ ভাবে স্বাগত জানান।